সমিতির সদস্য

১ম পরিচ্ছেদ– **সমিতির সদস্য, সদস্যের আমানত, সদস্যগণের মর্যাদা, দায়িত্ব -কর্তব্য ও অধিকার**

১৩। সদস্য ঃ এ গঠনতন্ত্রে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই সাধারণভাবে 'সদস্য' বলে পরিচিত হবেন।

১৪। সদস্যপদ লাভের যোগ্যতা ঃ বিসিএস ২০তম ব্যাচের সকল কর্মকর্তা এ সমিতির সদস্য হওয়ার জন্য প্রাথমিকভাবে যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

১৫। সদস্যপদ লাভের প্রক্রিয়া এবং সদস্যপদ-প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ঃ (১) ১৪ অনুচ্ছেদে বর্ণিত প্রাথমিকভাবে যোগ্যতাসম্পন্ন যে কোন কর্মকর্তাকে নিজ দায়িত্বে সমিতির আনুষ্ঠানিক সদস্যপদ লাভের জন্য গঠনতন্ত্রের ৯০ অনুচ্ছেদে বর্ণিত নির্ধারিত ফর্মে সমিতির সভাপতির বরাবরে আবেদনপত্র দাখিল করতে হবে। আবেদনপত্র দাখিলোত্তর ব্যবস্থাপনা কমিটির পরবর্তী সভায় সদস্যপদ-প্রদান বিষয়ের নিষ্পত্তি হবে।

(২) আবেদনপত্র সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত/অনুমোদিত হতে হবে। আবেদনপত্র গ্রহণ/অনুমোদনের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা কমিটি আবেদনকারীর সততা, আর্থিক স্বচ্ছতা, অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে আন্তঃসম্পর্ক, সুনাম, দৃষ্টিভঙ্গি, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলি সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করবেন।

(৩) সমিতি-ব্যবস্থাপনার বিষয়টি বিবেচনাপূর্বক সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি সমিতির সদস্যসংখ্যা সীমিত বা বর্ধিতকরণের বিষয়ে যে কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার এখতিয়ার রাখেন।

(৪) সার্বিক বিবেচনায় আবেদনপত্র ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত/অনুমোদিত হলে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ১৬ অনুচ্ছেদে বর্ণিত–

(ক) অন্তর্ভুক্তি বা রেজিস্ট্রেশন ফি;

(খ) চলতি মাসের আমানত/চাঁদা এবং

(গ) কমপক্ষে একটি শেয়ার ক্রয় করে উক্ত শেয়ারের নামিক মূল্য;

অর্থ সম্পাদকের কাছে জমা দিলে এবং অতঃপর অর্থ সম্পাদক স্বাক্ষরিত রেজিস্ট্রেশন নাম্বার সম্বলিত একটি স্লিপ প্রাপ্ত হলে, আবেদনকারী আনুষ্ঠানিকভাবে সমিতির সদস্যপদ প্রাপ্ত হয়েছেন বলে গণ্য হবেন।

১৬। অন্তর্ভুক্তি ফি, মাসিক আমানত, শেয়ার মূলধন ও নমিনী ঃ (১) সমিতির সাধারণ সদস্যগণ সমিতিতে অন্তর্ভুক্তির নির্ধারিত **অন্তর্ভুক্তি** বা **রেজিস্ট্রেশন ফি** এককালীন পরিশোধ করবেন। অন্তর্ভুক্তি ফির পরিমাণ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত হবে।

(২) সমিতির সাধারণ সদস্যগণ নিয়ম মাফিক **মাসিক আমানত** পরিশোধ করবেন। মাসিক **আমানতের** হার সাধারণ সভা বা সাধারণ পরিষদ কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত হবে। কোন সাধারণ সদস্য ইচ্ছা করিলে অগ্রিম এক বা একাধিক মাস কিংবা বছরের **আমানত** এককালীন পরিশোধ করতে পারবেন। এখানে 'নিয়ম মাফিক' মাসিক আমানত পরিশোধ বলতে ৫১ অনুচ্ছেদের (১৫) দফার নিয়মকে বুঝাবে।

(৩) বকেয়া মাসিক আমানত, তা যে কারণেই বকেয়া হোক না কেন, পরিশোধের সময় সংশ্লিষ্ট সদস্যকে নির্ধারিত বকেয়া আমানত এবং উক্ত বকেয়া আমানতের ৫% (পাঁচ শতাংশ) হারে জরিমানা প্রদান করতে হতে ঃ তবে শর্ত থাকে যে, সমিতির প্রতিষ্ঠালগ্নের ছয় মাস পর থেকে অর্থাৎ জুলাই ২০১১ মাস থেকে এই বিধান কার্যকর হবে।

(৪) সমিতির মাসিক **আমানত** ছাড়াও লক্ষ ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নার্থে সমিতির সদস্যবৃন্দ বিশেষ প্রয়োজনে **এককালীন আমানত** প্রদান করবেন। যখন প্রয়োজন হবে তখন সাধারণ পরিষদ কর্তৃক এ এককালীন আমানতের পরিমাণ নির্ধারিত হবে।

(৫) সমিতির অনুমোদিত শেয়ার [স্বার্থ বা হিস্যা] মূলধনের পরিমাণ হবে ৳১,০০,০০,০০০/- (টাকা এক কোটি মাত্র) এবং উহা ১,০০০টি (এক হাজার) শেয়ারে বিভক্ত হবে। প্রতিটি শেয়ারের মূল্য হবে ৳১০,০০০/- (টাকা দশ হাজার মাত্র)। সদস্য ব্যতীত অন্য কেহ শেয়ার ক্রয় করতে পারবেন না। প্রত্যেক সদস্য **অন্তত একটি শেয়ার** ক্রয় করে উক্ত শেয়ারের **নামিক মূল্য** অবিলম্বে পরিশোধ করবেন, অন্যথায় তিনি সদস্য হতে পারবেন না। কোন সদস্য সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালা দ্বারা নির্ধারিত অংশের বেশি শেয়ার খরিদ করতে পারবেন না।

(৬) এই দফার শর্তাংশে উল্লিখিত সময়-সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পরে অর্থাৎ জানুয়ারি ২০১২ থেকে, সমিতির সদস্য হওয়ার নিমিত্তে যখন কোন সদস্য শেয়ার [স্বার্থ বা হিস্যা] ক্রয় করবেন, তখন (৫) দফায় বর্ণিত শেয়ারের নামিক মূল্য যাই থাকুক না কেন, ঐ সময়ে বাজারে অনুরূপ প্রতিটি শেয়ারের বাজার মূল্য যা থাকবে, যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর, ঐ সদস্যকে প্রতিটি শেয়ার, সেই মূল্যে ক্রয় করতে হবে ঃ তবে শর্ত থাকে যে, সমিতির প্রতিষ্ঠালগ্ন [জানুয়ারি ২০১১] থেকে এক বছর অর্থাৎ ডিসেম্বর ২০১১ মাস পর্যন্ত যাঁরা শেয়ার ক্রয় করবেন, তাঁরা প্রতিটি শেয়ারের কেবল নামিক মূল্য অর্থাৎ ৳১০,০০০/- (টাকা দশ হাজার মাত্র) পরিশোধ করবেন। পরবর্তীতে যাঁরা শেয়ার ক্রয় করবেন তাঁরা বছরপ্রতি ১০% বর্ধিত হারে প্রতিটি শেয়ারের মূল্য পরিশোধ করবেন।

(৭) সমিতির সদস্যপদ লাভ-ইচ্ছুক সদস্য ৯০ অনুচ্ছেদে বর্ণিত নির্ধারিত আবেদনপত্রে তাঁর অবর্তমানে উত্তরাধীকারী হিসেবে এক বা একাধিক নমিনী [Nominee] নির্ধারণপূর্বক তাঁর/তাঁদের পূর্ণ নাম/ঠিকানা বাধ্যতামূলকভাবে উল্লেখ করবেন এবং তাঁর ছবি সংযুক্ত করবেন। সমিতির সদস্য ইচ্ছা করলে যে কোন সময় তাঁর মনোনয়ন [সভাপতিকে উদ্দেশ্য করে লিখিত আবেদনপত্র দাখিলের মাধ্যমে] পরিবর্তন বা বাতিল করতে পারবেন।

১৭। সাধারণ, নিয়মিত ও অনিয়মিত সদস্য ঃ (১) গঠনতন্ত্রের ১৪, ১৫ ও ১৬ অনুচ্ছেদের শর্ত পালন সাপেক্ষে যাঁরা সদস্য হবেন তাঁরা 'সাধারণ সদস্য' বলে পরিচিত হবেন। সমিতির সদস্যপদ লাভের ক্ষেত্রে সাধারণ সদস্য ছাড়া অন্য কোন শ্রেণি বিভাগ থাকবে না।

(২) মাসিক আমানত পরিশোধ ও অপরিশোধের ওপর ভিত্তি করে ওপরের (১) দফায় বর্ণিত সমিতির সাধারণ সদস্যগণ প্রধানত দুই শ্রেণিতে বিন্যস্ত হবেন। যথা ঃ

(ক) নিয়মিত সদস্য– কোন মাসের আমানত বাকি না রেখে বছরের প্রত্যেক মাসেই নির্দিষ্ট সময়ে অথবা অগ্রীম জমা দিলে নিয়মিত সদস্য বলে গণ্য হবেন;

(খ) অনিয়মিত সদস্য– নিয়মিত আমানত জমা দিতে ব্যর্থ হলে এবং একাধারে ছয় মাসের আমানত জমা না দিলে বা বকেয়া রাখলে, তা যে কারণেই হোক, অনিয়মিত সদস্য বলে গণ্য হবেন।

(৩) অনিয়মিত সদস্য পুনরায় নিয়মিত সদস্য হতে চাইলে– নির্ধারিত বকেয়া আমানত এবং উক্ত বকেয়া আমানতের ২৫% জরিমানা প্রদান করে নিয়মিত সদস্য হতে পারবেন।

১৮। নিয়মিত সদস্যের অগ্রাধিকার ঃ (১) নিয়মিত সদস্য সমিতির যে কোন কার্যক্রমে বা যে কোন ক্ষেত্রে কেবল সুবিধালাভের সুযোগ বা প্রাধান্য লাভের ক্ষেত্রে অনিয়মিত সদস্যের তুলনায় অগ্রাধিকার পাবেন।

(২) (১) দফায় বর্ণিত নিয়মিত সদস্যগণের অগ্রাধিকারের বিষয়টি নিশ্চিত করতে এবং সদস্যগণকে নিয়মিত আমানত প্রদানে উৎসাহিত করতে, ১৭(২)(খ) উপদফা মোতাবেক, কোন সদস্য সমিতিতে জীবনে–

(ক) 'কতবার' অনিয়মিত-সদস্য বলে গণ্য হলেন, তার সংখ্যা; এবং/অথবা
(খ) 'কতমাস' অনিয়মিত-সদস্য বলে গণ্য হলেন, তার সংখ্যা; এবং/অথবা
(গ) অনিয়মিত-সদস্য থেকে নিয়মিত-সদস্য হতে 'মোট কত টাকা' জরিমানা বাবদ প্রদান করলেন, সেই টাকার পরিমাণ; [জরিমানার টাকা হালনাগাদ পরিশোধ করা না থাকলে, হিসেবের সুবিধার্থে ধরে নেয়া হবে, সব পরিশোধ করা ছিল। ওপরে বর্ণিত 'সেই টাকার পরিমাণ' বলতে এই ধরে নেয়া অবস্থার টাকার পরিমাণ বুঝাবে।]

সমিতি তথা অর্থ সম্পাদক নিখুঁতভাবে সংরক্ষণ করবেন এবং হিসেবের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতার্থে বার্ষিক সাধারণ সভায়, তার পরিসংখ্যান যথারীতি উপস্থাপন/প্রচার করবেন। উল্লিখিত (ক) এবং/অথবা (খ) উপদফার সংখ্যা; এবং/অথবা (গ) উপদফার টাকার পরিমাণের মাসিক/বার্ষিক গাণিতিক গড় দুই বা ততোধিক সদস্যের ক্ষেত্রে সমান সমান বা এক-ও-অভিন্ন হলে, সমিতিতে অপেক্ষাকৃত প্রবীণ সদস্য, নবীন সদস্য থেকে অগ্রাধিকার পাবেন। এই বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করা সত্ত্বেও, সঠিক অগ্রাধিকারী নির্বাচনে জটিলতা দেখা দিলে, ব্যবস্থাপনা কমিটি লটারির মাধ্যমে বিষয়টির নিস্পত্তি করবেন। লটারিতে কেবল ঐ সদস্যগণই অংশগ্রহণের সুযোগ পাবেন, যে সদস্যগণের মধ্যে অগ্রাধিকার নির্বাচন নিয়ে জটিলতা দেখা দিয়েছিল।

(৩) (১) দফায় বর্ণিত সদস্যগণের অগ্রাধিকারের বিষয়সহ সকল ক্ষেত্রে– অনিয়মিত সদস্যের সাথে গঠনতন্ত্র বা সমিতি যে রূপ আচরণ করবেন সদস্যপদ-স্থগিত সদস্যের সাথে গঠনতন্ত্র বা সমিতি সে রূপ আচরণ করবেন।

১৯। সদস্যগণের মর্যাদা ঃ (১) সদস্যের শ্রেণিভেদ নির্বিশেষে সকলের নাম সমিতির বার্ষিক/দ্বিবার্ষিক পত্রিকা, স্মরণিকা অথবা অনুরূপ পুস্তিকায় (যদি প্রকাশিত হয়) সম্মানের সাথে স্থান পাবে।

(২) ব্যবস্থাপনা কমিটি, নির্বাচন কমিটি, গুরুত্বপূর্ণ যে কোন কমিটির সদস্য/সদস্যবৃন্দের নাম/তালিকা সমিতি সম্মানের সাথে সংরক্ষণ করবেন।

২০। সদস্যগণের সাধারণ অধিকার ঃ (১) গঠনতন্ত্রের ৫৬ অনুচ্ছেদের (৬) দফা মোতাবেক গঠনতন্ত্রের পরিপন্থী নহে এমন যে কোন প্রস্তাব পেশ করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।

(২) অন্যরূপ উল্লেখ না থাকলে সদস্যগণ নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া ও ভোট প্রদানের অধিকার সংরক্ষণ করেন।

(৩) সদস্যগণ ৫৯ অনুচ্ছেদের আলোকে তলবী সভা বা অনুরোধক্রমে সভা আহ্বানের অধিকার রাখেন।

(৪) এছাড়াও গঠনতন্ত্র প্রদত্ত সকল অধিকার সংক্ষরণ করেন।

২১। সদস্যগণের ভোটাধিকার ঃ (১) সাধারণ সদস্যগণই ভোটাধিকার প্রয়োগের অধিকার সংরক্ষণ করবেন। তবে শর্ত থাকে যে, অনিয়মিত সদস্যগণের ক্ষেত্রে ভোটাধিকার প্রয়োগের এ অধিকার স্থগিত বা রহিত থাকবে।

(২) যিনি ভোটাধিকার সংরক্ষণ করবেন তিনি সমিতির যে কোন কমিটি এবং উপকমিটিসমূহের নির্বাচনের প্রার্থী, নির্বাচিত বা মনোনীত হওয়ার যোগ্যতাও সংরক্ষণ করবেন।

(৩) কোন একটি নির্দিষ্ট নির্বাচনে একজন সদস্য একই সাথে একাধিক পদে প্রার্থী, নির্বাচিত বা মনোনীত হতে পারবেন না।

(৪) গঠনতন্ত্রের অন্য অনুচ্ছেদগুলোতে নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া ও ভোটাধিকার প্রয়োগ সম্পর্কে যাই থাকুক না কেন এ অনুচ্ছেদ কার্যকর হবে।

২২। সদস্যগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ (১) প্রত্যেক সদস্য ধার্যকৃত মাসিক আমানত এবং প্রয়োজনে সময়ে সময়ে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ধার্যকৃত যে কোন মাসিক আমানত বা এককালীন আমানত পরিশোধ করবেন।

(২) প্রত্যেক সদস্য গঠনতন্ত্র এবং বিভিন্ন সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ মেনে চলবেন। তাঁরা এমন কোন কাজ করবেন না, যা সমিতির স্বার্থবিরোধী বলে গণ্য হয়।

(৩) এ ছাড়া গঠনতন্ত্র আরোপিত সকল দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করা।

২য় পরিচ্ছেদ– **সদস্যপদের অবসান ও আপিল এবং প্রাপ্য অর্থ/সম্পদ ফেরত**

২৩। সদস্যপদের অবসান ও আপিল এবং প্রাপ্য অর্থ/সম্পদ ফেরত ঃ (১) অন্যরূপ উল্লেখ না থাকলে যে কোন সদস্যের সদস্যপদের অবসান হবে অথবা সদস্যপদ অবসানসহ সমিতি থেকে বহিস্কৃত হবেন, যদি তিনি–

(ক) সমিতির মাসিক আমানত পরপর বার মাস পরিশোধ না করেন। এ ক্ষেত্রে প্রথমে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটি থেকে সদস্যকে নোটিশ বা শোকজ-নোটিশ প্রদান করা হবে। তারপরও তিনি বকেয়া পরিশোধ না করলে অথবা নোটিশের জবাব ব্যবস্থাপনা কমিটির কাছে সন্তোষজনক মনে না হলে, কমিটি প্রাথমিক পর্যায়ে সমিতিতে তাঁর সদস্যপদ স্থগিত করবেন। অতঃপর সাধারণ সভায় তাঁর সদস্যপদ অবসানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত হবে। আর নোটিশের জবাব ব্যবস্থাপনা কমিটির কাছে সন্তোষজনক মনে হলে, কমিটি সদস্যের সদস্যপদ স্থগিত না করে তাঁর জন্য ইতিবাচক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন;

(খ) চাকরিচ্যুত হন অথবা আর্থিক অনিয়মের কারণে নিজ বিভাগে দণ্ডপ্রাপ্ত হন। তবে শর্ত থাকে যে, গঠনতন্ত্রের ১৪, ১৫ ও ১৬ অনুচ্ছেদের শর্ত পালন করে কোন কর্মকর্তা সমিতির সদস্য হওয়ার পর অবসরজনিত কারণে চাকরি থেকে অবসর নিলে, কেবল এ কারণে, সমিতিতে তাঁর সদস্যপদ শূন্য হবেনা;

(গ) সমিতির স্বার্থবিরোধী বা গঠনতন্ত্র পরিপন্থী কোন কাজে লিপ্ত থাকেন বা কাজ করেন, অতঃপর তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হয় এবং ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় উপস্থিত দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের দৃষ্টিতে ইহা (অভিযোগ) গ্রহণযোগ্য হয়। তবে শর্ত থাকে যে, প্রচলিত নিয়মে অভিযুক্ত সদস্যকে লিখিতভাবে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ জ্ঞাত করতে হবে এবং তাঁকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিতে হবে;

(ঘ) সমিতির সভাপতির উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে স্বীয় পদত্যাগ করেন এবং ইহা গৃহীত হয়;

(ঙ) এ গঠনতন্ত্রের ১৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সমিতির সদস্যপদ লাভের যোগ্য না হন অথবা যোগ্যতা হারান;

(চ) আদালত কর্তৃক দেউলিয়া বা বিকৃত-মস্তিষ্ক ঘোষিত হন;

(ছ) এমন কোন আচরণ করেন যা "একজন ভদ্র লোকের পক্ষে অশোভনীয়"। তাঁর এ আচরণ অসদাচরণ বলে গণ্য হবে। অতঃপর অভিযোগ উত্থাপিত হয় এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদানসহ যথাযথভাবে তা প্রমাণিত হয়। এ অনুচ্ছেদে 'যথাযথভাবে' বলতে একই অনুচ্ছেদের (গ) উপদফার নিয়মকে বুঝাবে; অথবা

(জ) মৃত্যু বরণ করেন। এ ক্ষেত্রে উক্ত সদস্য কর্তৃক ৯০ অনুচ্ছেদ বা আলাদা আবেদনের মাধ্যমে ইতোপূর্বে সমিতির সভাপতি বরাবরে লিখিতভাবে মনোনীত এক বা একাধিক উত্তরাধিকারী বা নমিনী তাঁর মূলধন ও লভ্যাংশসহ সমুদয় সম্পদ/অর্থের মালিক হবেন কিন্তু তিনি/তাঁরা (উক্ত নমিনী/নমিনীগণ) সমিতির সদস্য বলে গণ্য হবেন না।

(২) সমিতি থেকে কোন সদস্যের সদস্য পদ বাতিল হলে তিনি (যাঁর সদস্য পদ বাতিল হয়েছে) বিষয়টি (সদস্য পদ বাতিল হওয়া) পুনর্বিবেচনা অর্থাৎ সদস্যপদ পুনর্বহালের জন্য সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতির বরাবরে আবেদন/আপিল করার অধিকার সংরক্ষণ করেন। এ ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় আলোচনা করে সভাপতি যে সিদ্ধান্ত দিবেন সে সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। তবে সভাপতি, ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় আলোচনা না করে এককভাবে কোন সিদ্ধান্ত নিলে সে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে না। বহিস্কৃত সদস্য তাঁর স্বাভাবিক কার্য পরিচালনায় সমিতির সদস্যগণের স্বাভাবিক সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হবেন।

(৩) সমিতিতে যে কোন সদস্যের সদস্যপদের অবসান হলে, সে যে কারণেই হোক, ৫০ অনুচ্ছেদ মোতাবেক তাঁর (পদ অবসায়িত ব্যক্তি বা সদস্যের) প্রাপ্য অর্থ/সম্পদ ফেরতের বিষয়টি সমিতি নিষ্পত্তি করবেন।